

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক স্বাতিযোগিতা ২০২৬



খ- গ্রুপ :

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১১ এর পরে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর পূর্বে হতে হবে)।

♦ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বিনিয়ত

পরীক্ষা পদ্ধতি : ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে, ১০ নম্বর লিখিত এবং ৩০ নম্বর মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

১. ৩১শে আগস্টের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০/- (ত্রিশ) টাকা রেজিস্ট্রেশন ফী প্রদান করে অবশ্যই অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণের সময় জন্মনিবন্ধনে উল্লিখিত নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে। অনলাইনে ফরম পূরণের ঠিকানা : sonamoni.org
২. ফরমে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট অপশন আসবে। সেখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড অপশন দেখাবে। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং শাখা, উপজেলা, থানা ও কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাড়া কোন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা প্রদান করে এডমিট কার্ড গ্রহণ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. পরীক্ষার মৌখিক অংশে প্রতি বিভাগে ৩ জন করে বিচারক থাকবেন।
৬. প্রতিটি গ্রুপের বাছাইকৃত তিনজন সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া হবে।
৭. শাখা, উপযেলা ও যেলা পরিচালকবৃন্দ স্ব স্ব স্তরের ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুরস্কার প্রদান করবেন।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত ও এমসিকিউ প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিটি গ্রুপ থেকে পাঁচজন সোনামণিকে নিয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।
৯. সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০. পুরস্কার :

- (ক) প্রথম পুরস্কার : ১০,০০০/- টাকা, ট্রেস্ট ও সনদ।
- (খ) দ্বিতীয় পুরস্কার : ৮,০০০/- টাকা, ট্রেস্ট ও সনদ।
- (গ) তৃতীয় পুরস্কার : ৬,০০০/- টাকা, ট্রেস্ট ও সনদ।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

♦ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৪ঠা সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপযেলা : ১১ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা : ১৮শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৮ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ৮-টা)।
৫. চূড়ান্ত পর্ব : ৮ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বাদ আছর)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	: হিফযুল কুরআন	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	: হিফযুল হাদীছ	৭
তৃতীয় অধ্যায়	: ঈমান	১১
প্রথম পাঠ	: ঈমান	১১
দ্বিতীয় পাঠ	: আল্লাহ	১২
তৃতীয় পাঠ	: নবী-রাসূল	১২
চতুর্থ পাঠ	: মুহাম্মাদ (ছা.)	১২
পঞ্চম পাঠ	: আসমানী কিতাব	১৩
ষষ্ঠ পাঠ	: কুরআন	১৪
সপ্তম পাঠ	: ফেরেশতা	১৪
অষ্টম পাঠ	: তাক্বদীর	১৫
নবম পাঠ	: আখেরাত	১৫
চতুর্থ অধ্যায়	: ইসলাম	১৫
প্রথম পাঠ	: ইসলাম ধর্ম	১৫
দ্বিতীয় পাঠ	: চার কালেমা	১৬
তৃতীয় পাঠ	: ত্বহরাত	১৭
চতুর্থ পাঠ	: ওয়ূ	১৭
পঞ্চম পাঠ	: গোসল	১৮
ষষ্ঠ পাঠ	: তায়াম্মুম	১৯
সপ্তম পাঠ	: আযান ও এক্বামত	১৯
অষ্টম পাঠ	: ছালাত	২০
নবম পাঠ	: ছালাত আদায়ের পদ্ধতি	২১
দশম পাঠ	: জুম'আর ছালাত	২৪

একাদশ পাঠ	:	জানাযার ছালাত	২৪
দ্বাদশ পাঠ	:	যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ	২৫
ত্রয়োদশ পাঠ	:	হালাল ও হারাম	২৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	আখলাক	২৭
প্রথম পাঠ	:	সাক্ষাতের আদব	২৭
দ্বিতীয় পাঠ	:	আহারের আদব	২৮
তৃতীয় পাঠ	:	পান করার আদব	২৮
চতুর্থ পাঠ	:	পোশাক পরিধানের আদব	২৮
পঞ্চম পাঠ	:	পেশাব-পায়খানার আদব	২৯
ষষ্ঠ পাঠ	:	মসজিদের আদব	২৯
সপ্তম পাঠ	:	শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব	৩০
অষ্টম পাঠ	:	সোনামণিদের ১০টি গুণ	৩০
নবম পাঠ	:	মোরা ভাল মানুষ হব ইনশাআল্লাহ	৩১
		তাওহীদ ও শিরক	৩২



যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা) নওদাপাড়া (আম চত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস :
০১৭১৫-৭১৫১৪৩

অর্ডার করুন

☎ ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
(বিকাশ)

বই দু'টিতে অতি সহজ-সাবলীল ভাষায় ইসলামী আক্বীদা, আমল ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা সোনামণিদের বিস্তৃত ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অধ্যায়

হিফযুল কুরআন

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

সূরা : লোকমান

(১২-১৯ আয়াত)

১২. আর নিশ্চয়ই আমরা
লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম
যে, তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।
কেননা যে কৃতজ্ঞ হয়, সে কেবল
নিজের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে
অকৃতজ্ঞ হয় (সে জানুক যে,) আল্লাহ
অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ
لِلَّهِ ۖ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

১৩. আর (স্মরণ কর,) যখন
লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে
বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে
কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই
শিরক মহাপাপ।

وَأَذَّ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ ۝

১৪. (আল্লাহ বলেন,) আর আমরা
মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি
সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা
তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে
ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো
হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার
প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি
কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ,) আমারই
নিকটে প্রত্যাবর্তন।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

১৫. কিন্তু যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। অবশ্য পার্থিব জীবনে তুমি তাদের সাথে সম্ভাব রেখে চলবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার পথ অবলম্বন কর। অতঃপর আমারই নিকটে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব।

১৬. (লোকমান বলল,) হে বৎস! যদি তোমার পাপ-পুণ্য সরিষাদানা পরিমাণও হয়, আর যদি তা প্রস্তরগর্ভে বা আকাশে বা ভূগর্ভে থাকে, আল্লাহ সেটি উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে খবর রাখেন।

১৭. হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

১৮. আর তুমি অহংকারবশে মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং উদ্ধতভাবে যমীনে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাস্তিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না।

১৯. তুমি তোমার পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু রাখ। নিশ্চয়ই সবচাইতে কর্কশ স্বর হল গাধার কণ্ঠস্বর।

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتِنَا سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَيْنَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

يُنَبِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرَأَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبِيرِ ﴿١٩﴾

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিফযুল হাদীছ

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন—

১. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -
১. 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' (বুখারী হা/১)।
২. لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ فُتِنْتَ وَحُرِّقَتْ -
২. 'তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না- যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পোড়ানো হয়' (আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)।
৩. اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ -
৩. 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর' (তিরমিযী হা/১৯৮৭)।
৪. الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ -
৪. 'ভাল কথা বলা একটি ছাদাক্বা' (বুখারী হা/৩৪)।
৫. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ -
৫. 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই' (বুখারী হা/২৪৪২)।
৬. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -
৬. 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয' (ইবনু মাজাহ/২২৪)।
৭. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -
৭. 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' (বুখারী হা/৫০২৭)।
৮. الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ -
৮. 'পবিত্রতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ' (মুসলিম হা/২২৩)।
৯. الصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ -
৯. ছালাত হল নূর বা আলো। ছাদাক্বা হল (দানকারীর জন্য) দলীল। ছবর বা ধৈর্য হল জ্যোতি' (মুসলিম হা/২২৩)।
১০. مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا -
১০. 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' (মুসলিম হা/১০১)।

১১. لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ -

১১. 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানতদারী নেই' (আহমাদ হা/১২৪০৬)।

১২. لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ -

১২. 'ঐ ব্যক্তির দ্বীনদারী নেই, যার ওয়াদার ঠিক নেই' (আহমাদ হা/১২৪০৬)।

১৩. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِاخْوَاتِيْمِ -

১৩. 'মানুষের আমল নির্ভর করে তার সর্বশেষ আমলের উপর' (বুখারী হা/৬৪৯৩)।

১৪. لَا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا -

১৪. 'তুমি মুমিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু বা সাথী হিসাবে গ্রহণ করবে না' (আবুদাউদ হা/৪৮৩২)।

১৫. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

১৫. 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' (বুখারী হা/৫৯৮৪)।

১৬. الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ -

১৬. 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হল আযাব' (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬৭)।

১৭. الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ -

১৭. 'অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী' (বুখারী হা/৬৪৪৬)।

১৮. سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ -

১৮. 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী' (বুখারী হা/৪৮)।

১৯. إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ -

১৯. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন' (মুসলিম হা/৯১)।

২০. خَالِقِ النَّاسِ يَخْلُقُ حَسَنًا -

২০. 'মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর' (তিরমিযী হা/১৯৮৭)।

২১. لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ -

২১. 'আল্লাহ চোরকে অভিশাপ করেছেন' (বুখারী হা/৬৭৮৩)।

২২. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي -

২২. ‘যে আমার সুনাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার দলভুক্ত নয়’ (বুখারী হা/৫০৬৩)।

২৩. لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ -

২৩. ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না’ (বুখারী হা/৭৩৭৬)।

২৪. الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ -

২৪. ‘লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণই বয়ে নিয়ে আসে’ (বুখারী হা/৬১১৭)।

২৫. إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ -

২৫. ‘আল্লাহ তা‘আলা নম্র। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন’ (বুখারী হা/৬৯২৭)।

২৬. الْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ -

২৬. ‘ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামী’ (মুসলিম হা/১০১)।

২৭. إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا -

২৭. ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সর্বোত্তম’ (বুখারী হা/৩৫৫৯)।

২৮. الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ -

২৮. ‘দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও কাফেরের জন্য জান্নাত’ (মুসলিম হা/২৯৫৬)।

২৯. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ -

২৯. ‘যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ নেকী রয়েছে’ (মুসলিম হা/১৮৯৩)।

৩০. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

৩০. ‘যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যে বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’ (মুসলিম হা/১৭১৮)।

৩১. أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ -

৩১. ‘আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নেক আমল হল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়’ (মুসলিম হা/৭৮৩)।

৩২. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ -

৩২. ‘কিছু চাইলে আল্লাহর নিকটেই চাইবে। সাহায্য চাইলে আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাইবে’ (তিরমিযী হা/২৫১৬)।

৩৩. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ -

৩৩. ‘প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে’ (বুখারী হা/১০)।

৩৪. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ -

৩৪. ‘আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’ (মুসলিম হা/২৬৯৯)।

৩৫. كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا -

৩৫. ‘তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও’ (মুসলিম হা/২৫৫৯)।

৩৬. مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَنِي النَّارِ -

৩৬. ‘টাখনুর নীচে কাপড়ের যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৫৭৩)।

৩৭. كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ -

৩৭. ‘কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়’ (মুসলিম হা/৪)।

৩৮. اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৮. ‘তোমরা যুলুম বা অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে’ (মুসলিম হা/২৫৭৮)।

৩৯. إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ -

৩৯. ‘তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়’ (তিরমিযী হা/১৯৭১)।

৪০. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ -

৪০. ‘এ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে’ (মুসলিম হা/৯১)।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈমান

প্রথম পাঠ

ঈমান

ঈমানের পরিচয় : ঈমান অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস। যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত। পারিভাষিক অর্থে হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম ঈমান। যা সৎকাজে বৃদ্ধিপায় এবং পাপকাজে কমে যায়। বিশ্বাস হল ঈমানে মূলভিত্তি আর আমল বা কর্ম হল তার শাখা।

ঈমানের রুকন : ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি। যথা-

- (১) আল্লাহর উপর বিশ্বাস করা।
- (২) ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস করা।
- (৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস করা।
- (৪) রাসূলগণের উপর বিশ্বাস করা।
- (৫) আখেরাতের উপর বিশ্বাস করা এবং
- (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা।

এই ছয়টি বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়ে বলতে হয়-

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ
اللَّهِ تَعَالَى-

অর্থ : ‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর উপরে, তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে, তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে, আখেরাতের উপরে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে’। এটিকে ঈমানে মুফাছ্খাল বা বিস্তারিত ঈমান বলে।

ঈমানের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাও রয়েছে, যাকে বলা হয় ঈমানে মুজমাল। আরবীতে এটি হল-

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَاءِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ

অর্থ : ‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিবসমূহকে’।

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পাখী, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত জীবের মৃত্যু দান করেন। তিনি আমাদের রব। তিনি আমাদের রিযিক দেন।

আমরা আল্লাহর বিধান মেনে চলি। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই।

আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি সাত আসমানের উপর আরশে রয়েছেন। তাঁর আকার আছে। তিনি নিরাকার নন। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই।

তৃতীয় পাঠ

নবী-রাসূল

নবী-রাসূলদের পরিচয় : নবী বা রাসূল অর্থ সংবাদবাহক।

নবী-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত দূত। মানুষকে সরল-সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে আদম (আ.) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ‘হাওয়া’। নূহ (আ.) ছিলেন মানব জাতির প্রথম রাসূল। ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন নবীদের পিতা। তাঁর বংশধর হযরত মুহাম্মাদ (ছা.) ছিলেন শেষনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

চতুর্থ পাঠ

মুহাম্মাদ (ছা.)

মুহাম্মাদ (ছা.) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি ৯ই রবীউল আউয়াল, সোমবার মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন

বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। এজন্য সবাই তাঁকে ‘আল-আমীন’ বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন। সর্বদা গরীব ও অসহায়দেরকে সাহায্য করতেন।

তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর উপরই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। আমরা তাঁর আনীত বিধি-বিধান এবং আদেশ-নিষেধ মেনে চলি। তাঁর বাণীকে হাদীছ বলা হয়। যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে তারা দুনিয়াতে শান্তি এবং পরকালে মুক্তি পাবে। আর যারা তাঁর আদেশ অমান্য করবে তারা জাহান্নামী হবে।

তিনি আমাদের মতই মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের তৈরী নন। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবী হন। তিনি ১১ হিজরী সনের ১লা রবীউল আউয়াল, সোমবার ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মদীনায়ে নিজ গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়।

পঞ্চম পাঠ

আসমানী কিতাব

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের প্রতি যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। এ সকল আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখা একজন মুসলিমের জন্য ফরয।

আসমানী কিতাব মোট ১০৪টি। তবে প্রধান আসমানী কিতাব ৪টি। এগুলো ৪ জন প্রসিদ্ধ রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে।

১. তাওরাত : মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়।
২. যাবুর : দাউদ (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়।
৩. ইঞ্জীল : ঈসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়।
৪. কুরআন : মুহাম্মাদ (ছা.)-এর প্রতি নাযিল হয়।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু ‘কুরআন’ ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন (হিজর ১৫/৯)।

ষষ্ঠ পাঠ

কুরআন

কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনের ভাষা আরবী। এতে ১১৪টি সূরা ও ৩০টি পারা রয়েছে। কুরআন তেলাওয়াত করার ফযীলত অনেক বেশি। প্রতিটি হরফ তেলাওয়াতে ১০টি করে নেকী রয়েছে। আমাদেরকে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন গড়তে হবে।

কুরআনের প্রতি আদব :

- (১) বিনা ওয়ূতে কুরআন স্পর্শ না করা।
- (২) ‘আ‘উযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তেলাওয়াত শুরু করা।
- (৩) সর্বদা রিহাল বা অনুরূপ উঁচু কোন পবিত্র বস্তুর উপরে রেখে তেলাওয়াত করা।
- (৪) মেঝেতে বা বিছানায় পা বরাবর না রাখা এবং খোলা রেখে গল্প না করা।
- (৫) অহেতুক দাগ দেওয়া, ছেড়া বা পৃষ্ঠা মুড়ানো থেকে বিরত থাকা।

সপ্তম পাঠ

ফেরেশতা

ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তারা নূরের তৈরী। তারা আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তাদের সংখ্যা অগণিত। এদের মধ্যে চারজন শ্রেষ্ঠ। তারা হলেন-

১. জিব্রীল : তিনি ফেরেশতাদের সর্দার। তিনি নবীগণের নিকট আল্লাহর বাণী নিয়ে আসেন ও অন্যান্য বড় বড় দায়িত্ব পালন করেন।
২. মীকাদীল : তিনি বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।
৩. ইস্রাফীল : তিনি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন।
৪. মালাকুল মউত : তিনি ‘আযরাঈল’ নামে পরিচিত। তিনি জান কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

অষ্টম পাঠ

তাক্বদীর

‘তাক্বদীর’ হল ভাগ্য। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার বহু পূর্বে তার ভাগ্য লিখে রেখেছেন। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়।

তাক্বদীর ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। যদি ভাল হয় তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যদি মন্দ হয় তবে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা মুমিনের জন্য আবশ্যিক।

নবম পাঠ

আখেরাত

আখেরাত হল মৃত্যুপরবর্তী জীবন। প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এবং ক্বিয়ামত তথা বিচার দিবসে তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে।

দুনিয়াতে যারা ভাল কাজ করবে তারা জান্নাতে যাবে। জান্নাত হল চিরস্থায়ী সুখের স্থান। যারা দুনিয়াতে মন্দ কাজ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছা.)-এর অবাধ্যতা করেছে, তারা জাহান্নামে যাবে। জাহান্নাম হল ভয়াবহ শাস্তির জায়গা। আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ঈমান ও আমলকে অবশ্যই বিশুদ্ধ করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলাম

প্রথম পাঠ

ইসলাম ধর্ম

আমাদের ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করে, তাকে মা'বুদ বলে মানে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাকে মুসলিম বলে।

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি : কালেমা, ছালাত, হিয়াম, হজ্জ ও যাকাত। এগুলো ইসলামের ফরয বিধান। এগুলো পালন না করলে কেউ পূর্ণ মুসলিম হতে পারে না। একজন মুসলিমের যাবতীয় কাজের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহকে খুশী করা এবং জান্নাত লাভ করা।

জান্নাত পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। রাসূল (ছা.)-এর দেখানো পথে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়তে হবে। শিরক ও বিদ'আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পাঠ

চার কালেমা

১. কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ অর্থ : 'নেই কোন হক উপাস্য আল্লাহ ছাড়া'।

২. কালেমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন হক উপাস্য আল্লাহ ছাড়া এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

৩. কালেমায়ে তাওহীদ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ : 'নেই কোন হক উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, যিনি একক; যার কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান'।

৪. কালেমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

অর্থ : 'সকল পবিত্রতা ও সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নেই কোন হক উপাস্য আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।

তৃতীয় পাঠ

তুহারাত

তুহারাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। পবিত্র পানি বা মাটি দ্বারা ওয়ূ বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাকে তুহারাত বলে।

আমাদের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। রাসূল (ছা.) বলেছেন, ‘পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ’। ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম শর্ত হল পবিত্রতা অর্জন করা।

চতুর্থ পাঠ

ওয়ূ

ওয়ূ শব্দের অর্থ পরিচ্ছন্নতা। পবিত্র পানি দ্বারা ওয়ূ করতে হয়।

ওয়ূ করার নিয়ম :

করণীয়	পদ্ধতি
বিসমিল্লা-হ বলা	প্রথমে মনে মনে ওয়ূর নিয়ত করবে ও ‘বিসমিল্লা-হ’ বলবে।
কজ্জি ধোয়া	ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কজ্জি সহ ধুবে এবং আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে।
কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া	কজ্জি ধোয়ার পর ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়বে।
মুখমণ্ডল ধোয়া	কুলি ও নাকে পানি দেয়ার পর কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী সহ থুৎনীর নিচ পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধুবে।
হাত ধোয়া	মুখ ধোয়ার পর হাত ধুতে হবে। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত কনুই সহ ধুবে।
মাথা মাসাহ করা	হাত ধোয়ার পর পানি নিয়ে দু’হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলো মাথার সামনের দিক হতে পিছনে ও পিছন হতে সামনে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে।

	অতঃপর ভেজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা পিছন অংশে একই সাথে মাসাহ করবে।
পা ধোয়া	সবশেষে পা ধুতে হবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পায়ের টাখনু সহ ভালভাবে ধুবে ও বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে।

ওযু শেষে নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ-

অর্থ : ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে शामिल করুন’!

[সোনামগিরা! জেনে রাখবে, ওযুর অঙ্গগুলো এক, দুই বা তিন বার করে ধোয়া যাবে। তবে তিনবার ধোয়া উত্তম। আর খেয়াল করবে যেন ওযু করতে গিয়ে কোথাও শুকনো না থেকে যায়। তাহলে কিঞ্চিৎ পুনরায় ওযু করতে হবে]

ওযু ভঙ্গের কারণ :

পেশাব ও পায়খানা করলে কিংবা বায়ু নিঃসরণ হলে ওযু ভঙ্গ হয়।

পঞ্চম পাঠ

গোসল

গোসল শব্দের অর্থ ধৌত করা। পবিত্র পানি দিয়ে পুরো শরীর ধৌত করার মাধ্যমে গোসল করতে হয়।

গোসল করার নিয়ম : প্রথমে ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে ওযু করবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালবে এবং চুলের গোড়া ভাল করে ধুবে। তারপর সারা দেহে পানি ঢেলে গোসল শেষ করবে।

ষষ্ঠ পাঠ

তায়াম্মুম

ওয়ু ও গোসলের জন্য পানি না পেলে বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করতে না পারলে পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুমের নিয়ম :

- (১) পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে (তিরমিযী হা/২৫)।
- (২) বিসমিল্লা-হ বলবে।
- (৩) পবিত্র মাটির উপর দু'হাত একবার মারবে।
- (৪) অতঃপর দু'হাত দিয়ে পুরা মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের কজি পর্যন্ত একবার বুলাবে (বুখারী হা/৩৩৮)।

সপ্তম পাঠ

আযান ও এক্বামত

(ক) আযান : আযান অর্থ ঘোষণা করা। নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছালাতের জন্য আহ্বান করাকে 'আযান' বলে। আযানের বাক্যসমূহ নিম্নরূপ—

ক্র.	আযানের বাক্যসমূহ	অর্থ
১	اللَّهُ أَكْبَرُ (৪ বার)	আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।
২	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (২ বার)	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই।
৩	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (২ বার)	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।
৪	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (২ বার)	ছালাতের জন্য এসো।
৫	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (২ বার)	কল্যাণের জন্য এসো।
৬	اللَّهُ أَكْبَرُ (২ বার)	আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।
৭	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (১ বার)	আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই।

৮	(২ বার) الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ফজরের আযানের সময় হাইয়া ‘আলাল ফালা-হ-এর পরে বলবে।	ঘুম হতে ছালাত উত্তম।
---	---	----------------------

(খ) এক্বামত : এক্বামত অর্থ দাঁড় করানো। ছালাতে দাঁড়ানোর সময় ছালাত শুরু ঘোষণার জন্য ‘এক্বামত’ দিতে হয়। জামা‘আতে হোক বা একাকী হোক সকল অবস্থায় ফরয ছালাতে এক্বামত দেওয়া সুন্নাত। আযান ও এক্বামতের বাক্যসমূহ প্রায় একই রকম। যেমন :

ক্র.	এক্বামতের বাক্যসমূহ	অর্থ
১	(২ বার) اللَّهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।
২	(১ বার) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই।
৩	(১ বার) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।
৪	(১ বার) حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	ছালাতের জন্য এসো।
৫	(১ বার) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	কল্যাণের জন্য এসো।
৬	(২ বার) قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ	ছালাত শুরু হল।
৭	(২ বার) اللَّهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।
৮	(১ বার) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই।

অষ্টম পাঠ

ছালাত

ছালাত শব্দের অর্থ দো‘আ, রহমত, প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে শরী‘আত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ছালাত বলা হয়।

ছালাত ফরয ইবাদত। সাত বছর বয়স থেকে ছালাত আদায় শুরু করতে হয়। দশ বছর থেকে ছালাত আদায় করা আবশ্যিক।

একজন সাবালক পুরুষের জন্য মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। তাই প্রতি ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হবে। প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করা খুবই ফযীলতপূর্ণ। এজন্য আযানের সাথে সাথে মসজিদে যাওয়া কর্তব্য।

ছালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ছালাত আদায় না করার পরিণাম ভয়াবহ। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত আদায় করে না, তাকে রাসূল (ছা.) কাফের ঘোষণা করেছেন। এজন্য আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথানিয়মে আদায় করতে হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম ও রাক'আতসমূহ :

ক্র.	নাম	ফরয	সুন্নাত	মোট
১	ফজর	২ রাক'আত	২ রাক'আত	৪ রাক'আত
২	যোহর	৪ রাক'আত	৪+২ = ৬ রাক'আত	১০ রাক'আত
৩	আছর	৪ রাক'আত	নেই	৪ রাক'আত
৪	মাগরিব	৩ রাক'আত	২ রাক'আত	৫ রাক'আত
৫	এশা	৪ রাক'আত	২ রাক'আত	৬ রাক'আত
	মোট	১৭ রাক'আত	১২ রাক'আত	২৯ রাক'আত

উল্লেখ্য যে, এশার সুন্নাত ছালাতের পর ১ বা ৩ রাক'আত বিতর পড়তে হয়।

নবম পাঠ

ছালাত আদায়ের পদ্ধতি

করণীয়	ছবি	পদ্ধতি
কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো		ওযু করার পর ছালাতের নিয়ত করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং 'আল্ল-হু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ কিংবা কান বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে বাঁধবে। এ সময় হাত দু'ভাবে বাঁধা যায়- (ক) বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে (খ) অথবা বাম কব্জির উপরে ডান

		কজি রাখবে। অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে ‘ছানা’ পাঠের মাধ্যমে ছালাত শুরু করবে।
সূরা ফাতিহা পড়া		‘ছানা’ পড়ে আ’উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লা-হ সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক‘আতে কেবল বিসমিল্লা-হ বলবে। জেহরী ছালাত (যেসকল ছালাতে কিরাআত জোরে পাঠ করা হয় অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও এশা) হলে সূরা ফাতিহা শেষে সরবে ‘আমীন’ বলবে।
কিরাআত পড়া		সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হলে প্রথম দু’রাক‘আতে কুরআন থেকে যে কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। আর মুজাদী হলে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছে পিছে চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে ও বাকী কিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম ও মুজাদী সকলেই প্রথম দু’রাক‘আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু’রাক‘আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।
রুকু করা		কিরাআত শেষে ‘আল্লা-হু আকবার’ বলে দু’হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে ‘রফ’উল ইয়াদায়িন’ করে রুকুতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু’হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং রুকু দু’আ ‘সুবহানা রব্বিয়াল ‘আযীম’ কমপক্ষে তিনবার পড়বে। অতঃপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু’হাত কিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং ‘সামি’আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’ (আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রার্থনা শোনে) বলবে। অতঃপর ‘ক্বওমা’র দু’আ ‘রব্বানা লাকাল হাম্দ’ একবার পড়বে।

সিজদা করা		ক্বওমার দো‘আ পাঠ শেষে ‘আল্ল-হু আকবার’ বলে প্রথমে দু’হাত ও পরে দু’হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও সিজদার দো‘আ ‘সুবহা-না রক্বিয়াল আ‘লা’ কমপক্ষে তিনবার পড়বে। এ সময় দু’হাত কিবলামুখী করবে এবং মাথার দু’পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নিচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে। সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে দু’সিজদার মাঝের দো‘আ ‘আল্ল-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ‘আ-ফিনী ওয়ার্বুকুনী’ পড়বে। অতঃপর ‘আল্ল-হু আকবার’ বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো‘আ পড়বে। ২য় ও ৪র্থ রাক‘আতে দাঁড়বার সময় সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। অতঃপর মাটিতে দু’হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।
শেষ বৈঠক করা	 প্রথম বৈঠকে বসার নিয়ম	৪ রাক‘আত বিশিষ্ট ছালাতে ২য় রাক‘আত শেষে প্রথম বৈঠকে বসবে। প্রথম বৈঠকে কেবল ‘আজাহিইয়া-তু’ পড়ে ওয় রাক‘আতের জন্য উঠে যাবে। অতঃপর শেষ বৈঠকে ‘আজাহিইয়া-তু’ পড়ার পরে দরুদ ও দো‘আ মাছুরাহ (কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো‘আসমূহ) পড়বে। প্রথম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করবে।

		বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাঁটুর উপর কিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত মুঠো করে রাখবে এবং সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদত আঙ্গুল নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে।
সালাম ফিরানো		দো'আ মাছুরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে 'আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' (আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক!) বলে সালাম ফিরাবে।

দশম পাঠ

জুম'আর ছালাত

মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন হল জুম'আর দিন। এইদিন আমাদের নিম্নোক্ত আদবগুলো মেনে চলা উচিত।

১. মিসওয়াক করা ও গোসল করা এবং সুন্দর কাপড় পরা ও আতর মাখা।
২. ওয়ু করে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া।
৩. নফল ছালাত আদায় করা ও নীরবে বসে খুৎবা শ্রবণ করা।
৪. সামনের কাতার পূরণ করে বসা। তবে কারো ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর না হওয়া।
৫. জুম'আর খুৎবার সময় এবং আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দো'আ কবুলের বিশেষ সময়। এ সময় আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দো'আ করা।
৬. জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা।
৭. জামা'আত শেষে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা।
৮. সূরা কাহফ পাঠ করা এবং রাসূল (ছা.)-এর উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা।

একাদশ পাঠ

জানাযার ছালাত

কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে যে ছালাত আদায় করা হয় তাকে জানাযার ছালাত বলে।

জানাযার ছালাতে কোন রুকু-সিজদা বা বৈঠক নেই এবং এ ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। বরং দিনে-রাতে সকল সময়ে আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ নেকী পেল’।

জানাযার ছালাতের পদ্ধতি :

জানাযার ছালাত চার তাকবীরের সাথে আদায় করতে হয়।

১ম তাকবীর	মুজাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবে। প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে ‘আল্ল-হু আকবার’ বলে দু’হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। এ সময় ‘ছানা’ পড়বে না। অতঃপর আ‘উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।
২য় তাকবীর	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ- اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ-
৩য় তাকবীর	اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ-
৪র্থ তাকবীর	প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম ফিরাবে।

দ্বাদশ পাঠ

যাকাত

ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ হল যাকাত। সম্পদশালী ব্যক্তির কাছে নিছাব তথা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ জমা হলে বছরে একবার যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত আদায় না করলে সম্পদ পবিত্র হয় না।

হিয়াম

ইসলামের চতুর্থ রুকন হল হিয়াম। প্রত্যেক সাবালক ও সক্ষম মুসলমানের জন্য রামাযান মাসে পূর্ণ এক মাস হিয়াম পালন করা ফরয। আল্লাহ হিয়াম পালনকারীদেরকে ক্ষমা করেন এবং অশেষ ছওয়াব দান করেন।

হজ্জ

ইসলামের পঞ্চম রুকন হজ্জ। প্রত্যেক সাবালক ও সক্ষম মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয। জিলহজ্জ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত পাঁচদিন পবিত্র মক্কা নগরীতে কাবাঘর এবং মীনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় নির্দিষ্ট নিয়মে ইবাদত পালন করাকে হজ্জ বলে।

ত্রয়োদশ পাঠ

হালাল ও হারাম

(ক) হালাল : যে কাজ করলে পাপ বা গুনাহ হয় না তাকে হালাল বা বৈধ কাজ বলা হয়।

(খ) হারাম : যে কাজ করলে পাপ বা গুনাহ হয় এবং যে কাজ আল্লাহ ও রাসূল (ছা.) নিষেধ করেছেন, তা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ। আর পাপ হল দুই প্রকার। ১. ছোট পাপ। ২. বড় পাপ।

বড় পাপকে কাবীরা গুনাহ বলা হয়। যা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এ পাপ থেকে তওবা করা ব্যতীত আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

নিম্নে কয়েকটি কাবীরা গুনাহ উল্লেখ করা হল :

১	শিরক করা।	৯	জাদু করা।
২	বিদ'আত করা।	১০	ওযনে কম দেওয়া।
৩	কবরে সিজদা করা।	১১	হারাম উপার্জন করা।
৪	পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।	১২	আমানতের খেয়ানত করা।
৫	প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।	১৩	অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।
৬	যুলুম করা।	১৪	নারীদের বেপর্দা চলা।
৭	মানুষ হত্যা করা।	১৫	গীবত করা।
৮	আত্মহত্যা করা।	১৬	গালি দেওয়া।

১৭	চুরি করা।	২৪	মদ পান করা।
১৮	সূদ খাওয়া।	২৫	পেশাব থেকে সতর্ক না থাকা।
১৯	ঘুম গ্রহণ করা।	২৬	ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা।
২০	জুয়া খেলা।	২৭	ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করা।
২১	অশ্লীল গান-বাজনা শোনা।	২৮	অন্যায়ভাবে ঝগড়া-বিবাদ করা।
২২	পুরুষের কাপড় পায়ের গিটের নিচে পরিধান করা।	২৯	পুরুষদের রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণালংকার পরা।
২৩	মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়া।	৩০	মূর্তি বানানো বা প্রাণীর ছবি আঁকা ও তাকে সম্মান করা।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

আখলাক অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। রাসূল (ছা.) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে চরিত্রবান মানুষ। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি কাজের আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। একজন আদর্শবান মানুষ হতে হলে আমাদেরকে তা অনুসরণ করা আবশ্যিক। অতএব সোনামণিরা! আমরা এ অধ্যায়ে কিছু ইসলামী আদব-আখলাক শিখব।

প্রথম পাঠ

সাক্ষাতের আদব

১. পরিচিত বা অপরিচিত কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাত হলে হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলবে ‘আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ’ (আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।
২. কেউ সালাম প্রদান করলে জবাবে বলবে ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্ল-হ’ (আপনার ওপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।
৩. সালামের পর উভয়ে ডান হাতে মুছাফাহা করবে।
৪. পরস্পরে কুশল বিনিময় করবে।
৫. ছোটরা বড়দের সালাম দিবে।
৬. বড়দের সম্মান করবে এবং ছোটদের স্নেহ করবে।
৭. কোন বাড়িতে প্রবেশকালে সালাম দিবে এবং অনুমতি নিবে।

দ্বিতীয় পাঠ

আহারের আদব

১. 'বিসমিল্লা-হ' বলে খাওয়া শুরু করবে।
২. খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত ধৌত করবে ও বসে থাকবে।
৩. ডান হাতে খাবে এবং প্লেটে নিজের সামনের অংশ থেকে খাবার নিবে।
৪. বাম হাতে খাবে না এবং কাত হয়ে, ঠেস দিয়ে কিংবা দাঁড়িয়ে খাবে না।
৫. খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হ' বলতে ভুলে গেলে 'বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু' দো'আ পাঠ করবে।
৬. পেট পূর্ণ করে খাবে না; বরং একটু জায়গা খালি রাখবে।
৭. খাওয়ার শেষে ভালভাবে প্লেট ও আগুল চেটে খাবে এবং পরিষ্কার করবে।
৮. খাওয়ার শেষে 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলবে।

তৃতীয় পাঠ

পান করার আদব

১. পানি বা শরবতের গ্লাস ডান হাতে ধরবে।
২. বসে পান করবে।
৩. 'বিসমিল্লা-হ' বলে পান করবে।
৪. তিন নিঃশ্বাসে পান করবে এবং পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলবে না।
৫. পান শেষে 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলবে।

চতুর্থ পাঠ

পোশাক পরিধানের আদব

১. 'বিসমিল্লা-হ' বলে ডান দিক থেকে পোশাক পরিধান করবে।
২. ঢিলেঢালা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করবে।
৩. পোশাকে যেন অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পায়।
৪. ছেলেরা টাখনুর নিচে কাপড় পরবে না। আর মেয়েরা টাখনু ঢেকে কাপড় পরবে।
৫. ছেলেরা রেশমের পোশাক ও সোনার অলংকার ব্যবহার করবে না।

৬. ছেলেরা ছেলেদের পোশাক পরবে আর মেয়েরা মেয়েদের পোশাক পরবে। অমুসলিমদের মত পোশাক পরবে না।
৭. পোশাক পরিধানকালে দো'আ পড়বে।
৮. 'বিসমিল্লা-হ' বলে ডান পায়ে জুতা আগে পরবে। জুতা খোলার সময় বাম পায়ে জুতা আগে খুলবে।

পঞ্চম পাঠ

পেশাব-পায়খানার আদব

১. টয়লেটে প্রবেশকালে 'আল্ল-হুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ' দো'আটি পড়ে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবে।
২. সর্বদা বসে পেশাব করবে। দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে না।
৩. সতর্কতার সাথে পেশাব-পায়খানা করবে, যাতে দেহে বা কাপড়ে অপবিত্রতা না লাগে।
৪. বাম হাত দিয়ে শৌচকার্য বা পানি ব্যবহার করবে। পানি না পেলে টিস্যু কিংবা টিলা ব্যবহার করবে।
৫. পেশাব-পায়খানার পর টয়লেটে ভালভাবে পানি ঢালবে এবং সাবান দিয়ে হাত ধৌত করবে।
৬. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিবে এবং 'গুফর-নাকা' দো'আটি পড়বে।

ষষ্ঠ পাঠ

মসজিদের আদব

১. মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং 'আল্ল-হুমাফতাহলী আবওয়া-বা রহমাতিকা' দো'আটি পাঠ করবে।
২. মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি না বসে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' নফল ছালাত আদায় করবে।
৩. মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় নীরবে তাসবীহ-তাহলীল করবে।
৪. মসজিদে কোন প্রকার শোরগোল বা অনর্থক গল্পগুজব করবে না।
৫. বের হওয়ার সময় 'আল্ল-হুমা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা' দো'আটি পাঠ করবে এবং বাম পা দিয়ে বের হবে।

সপ্তম পাঠ

শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব

১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবে ও কুশল বিনিময় করবে।
২. শিক্ষককে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেখে না দাঁড়িয়ে তাঁর সালামের জওয়াব দিবে।
৩. শিক্ষক ক্লাসে থাকাবস্থায় প্রবেশের জন্য 'সালাম' দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করবে।
৪. বস্তুদেরকে সাহায্য করবে। কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না।
৫. অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো স্থানে বসবে না এবং বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস নিবে না।
৬. বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বাইরে যাবে।

অষ্টম পাঠ

সোনাংশিদের ১০টি গুণ

১. জামা-আতের সাথে আউয়াল ওয়াজে ছালাত আদায় করা।
২. দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনীয়াত শিক্ষা করা।
৩. পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।
৪. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
৫. সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।
৬. যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

৭. মিসওয়াক সহ ওয়ূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওয়ূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।
৮. সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।
৯. বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি, মোবাইল গেমস, টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।
১০. পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

নবম পাঠ

মোরা ভাল মানুষ হব ইনশাআল্লাহ

১. আমরা সর্বদা মানুষের সাথে বিনয়ী হব ও নম্র আচরণ করব।
 ২. কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে যাব এবং সাহায্য করব।
 ৩. সৎ, লোভহীন ও নিঃস্বার্থ হব।
 ৪. হিংসা ও অহংকার করব না।
 ৫. কেউ উপকার করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হব।
 ৬. ভাল মানুষদের বন্ধু বানাব।
 ৭. কখনও বাজে আড্ডা দেব না।
 ৮. মানুষকে গালি-গালাজ করব না।
 ৯. কোন অন্যায় কাজ করব না।
 ১০. মাথা নিচু করে পথ চলব।
 ১১. কখনও কারো ক্ষতি করব না, বরং উপকার করব।
 ১২. সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখব এবং ধৈর্যশীল হব।
 ১৩. সর্বদা অন্যের কল্যাণ কামনা করব এবং সবার জন্য দো‘আ করব।
- হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

তাওহীদ ও শিরক

১. প্রশ্ন : তাওহীদ কাকে বলে?
উত্তর : আল্লাহকে এক বলে জানা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করাকে 'তাওহীদ' বলে।
২. প্রশ্ন : তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : ৩ প্রকার। যথা : ১. তাওহীদুর রব্বিয়াহ ২. তাওহীদুল ইবাদাহ ৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত।
৩. প্রশ্ন : 'তাওহীদুর রব্বিয়াহ' দ্বারা কী বুঝায়?
উত্তর : আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের মালিক হিসাবে বিশ্বাস করা।
৪. প্রশ্ন : 'তাওহীদুল উলূহিয়াহ' দ্বারা কী বুঝানো হয়?
উত্তর : আল্লাহকে একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করা। একে 'তাওহীদুল ইবাদাহ'ও বলা হয়।
৫. প্রশ্ন : 'তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত' দ্বারা কী বুঝায়?
উত্তর : আল্লাহর যেসকল নাম ও গুণাবলী কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা হুবহু বিশ্বাস করা। আল্লাহর শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলা হয়।
৬. প্রশ্ন : 'আল-আসমাউল হুসনা' অর্থ কী?
উত্তর : আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ।
৭. প্রশ্ন : শিরক কী?
উত্তর : আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা।
৮. প্রশ্ন : শিরক কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : দুই প্রকার। যথা : ১. শিরকে আকবার বা বড় শিরক।
২. শিরকে আছগার বা ছোট শিরক।
৯. প্রশ্ন : তাওহীদের বিপরীত কী?
উত্তর : শিরক।
১০. প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি এবং এর পরিণাম কী?
উত্তর : সবচেয়ে বড় পাপ হল শিরক। এর পরিণাম জাহান্নাম।
(লোকমান ১৩, মায়দাহ ৭২)।